বুশ-ক্লিনটন-পেরোর ইশতেহারে নুতন শতাব্দীর আভাস

– গোলাম নবী জুয়েল

তথ্য প্রযুক্তি রাজনীতিতে নতুন ধারা নিয়ে আসছে

কমপিউটার এবং কমপিউটার নির্ভর উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নির্বাচন প্রচারাভিযানের ঐতিহ্যবাহী ধারা ভেংগে গেছে। এসেছে নতুন যুগ। নতুন যুগের নব আবিস্কৃত প্রযুক্তিসমূহের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ যেন ডিজিটাল প্রযুক্তির ভোট যুদ্ধ। বুশ-ক্লিনটন কিংবা পেরো নয় ভোটযুদ্ধে লড়ছে কমপিউটার, স্যাটেলাইট, অপটিকাল ক্যাবল, নেটওয়ার্ক, টিভি, টেলিফোন।

একটা সময় ছিল যখন প্রার্থী ঘরে ঘরে যেয়ে ভোটারদের নিকট ভোট চাইত (যা আমাদের দেশে এখনো বিদ্যমান)। এর কোন বিকল্প ছিল না। তারপর এলো রেডিও, এরপর টেলিভিশন। তথ্য প্রযুক্তির উপাদান রেডিও টেলিভিশনের সুযোগ নিয়ে নির্বাচন প্রার্থীরা সব ভোটারের ঘরে যাবার দীর্ঘ শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এখন বুশ-ক্লিনটন-পেরো যখন যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাকযুদ্ধে লিপ্ত আমরা বাংলাদেশীরা ঘরে বসে তা দেখতে পাই স্যাটেলাইট-টিভির বদৌলতে। এটুকু পেয়েই মনে হয় বিশ্ব যেন হাতের মুঠোয়। আমাদের রাজবাড়ী বা গৌরিপুরের উপনির্বাচনের চেয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কাছের মনে হয়। আশ্চর্য এই অনুভূতির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তথ্য প্রযুক্তির।

এক অভূতপূর্ব প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে বিশ্বে আশ্চর্য দ্রুততার সাথে। পুরানো সমস্ত নিয়ম আর ধ্যান ধারণাকে নতুন প্রযুক্তি পাল্টে দিচ্ছে অচিন্তনীয় সময়ের ব্যবধানে লক্ষ বছরের পাথরের যুগ কিংবা সহস্র বছরের আগুনের যুগের মত একে শতক বা দশকে আবদ্ধ করা যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে এটি একক বছর ছাড়িয়ে শতেক দিনে বা মাসে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

সময় অচল করার নেশায় উন্নত বিশ্বের মানুষ যেন ক্ষেপে উঠেছে। অনুন্নত বিশ্ব যে খুব একটা পিছিয়ে আছে তাও নয়। যেখানে সুযোগ মিলছে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে প্রতিভার বিকাশ এবং বিকশিত মেধার ব্যবহার ঘটছে অবারিতভাবে। যেমন দেখুন মার্কিন নির্বাচনের প্রযুক্তি যুদ্ধে অনুন্নত বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্র ভারত ঠিকই নাক ঢুকিয়ে দিয়েছে সফটওয়্যার সরবরাহের মাধ্যমে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ কি এটা করতে পারতাম না? অবশ্যই পারতাম। আমাদের মেধার কোন ঘাটতি নেই। তবে আমরা কেন পারলাম না যেখানে আমাদের প্রতিবেশী ভারত পারছে? একথা **কমপিউটার জগৎ**-এর নিয়মিত পাঠকরা সবাই জানেন। **কমপিউটার জগৎ**-এর বিগত সংখ্যাগুলোতে এ নিয়ে বহু লেখা হয়েছে।

সে সব পুরানো কাসুন্দি না ঘেঁটে এবার বরং মার্কিন নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেয়া যাক।

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের নির্বাচনের একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী কমপিউটার ব্যবসায়ী টেকসাসের ধনপতি রস পেরোর নির্বাচনে ব্যবহৃত সর্বাধুনিক (স্টেট-অব-দি-আর্ট) মডেলের কমপিউটারকে সর্বোচ্চ সেবামূলক ও কার্যকরীভাবে সচল রাখার স্বার্থে একজন বিশেষজ্ঞ সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা সময় দিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞের নাম রয় কাপলান। প্রতি ঘন্টা পরামর্শের বিনিময়ে তিনি বাংলাদেশী টাকায় ৫০০০ টাকা নিয়ে থাকেন।

রয় কাপলান একা নয়। কমপিউটার নির্ভর প্রযুক্তির উন্নয়ন, নির্মাণ, বিপণনসহ এর বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজে যুক্তরাষ্ট্রে এখন এমন শত শত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত রয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উচ্চ প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহার পুরো বিশ্বকে বিশেষ করে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের নতুন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। এই যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর কৃতিত্ব কিন্তু শুধুমাত্র প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একার নয়। এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের অবদান এক্ষেত্রে যথেষ্ট। রস পেরো নিজে তো কমপিউটারের লোক। বিল ক্লিনটনও তার থেকে খুব একটা দূরে নয়।

বিল ক্লিনটন যে আল গোরেকে রানিংমেট হিসেবে পছন্দ করেছেন তা কি শুধুই এজন্য যে দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে গোরের জনপ্রিয়তা রয়েছে? না তা নয় উচ্চ প্রযুক্তির সাথে আল গোরের যে হৃদ্যতা এবং এর প্রতি তার যে মমত্ব এবং ভালবাসা রয়েছে বিল ক্লিনটনের তা বড়ই ভাল লাগে। বিল ক্লিনটন নিজেও প্রযুক্তি পিয়াসী। নতুন আমেরিকা গড়ার ব্যাপারে প্রযুক্তি উন্নয়নের ভূমিকাকে তিনি বড় করে দেখেন। তাই তিনি চান প্রযুক্তির বিকাশ ও রক্ষায় আইনের ব্যবহার। এ চাওয়াকে বাস্তবে রূপদানের জন্যে প্রযুক্তিমনস্ক পরিবেশবাদী মানবকল্যাণকামী একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট দরকার ছিল তার। সিনেটর আল গোরে ঠিক তাই।

গোরের রয়েছে অনেক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। তিনি 'কমপিউটার সুপার হাইওয়ে' বানাতে চান। যার মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্কুল এবং ফ্যাক্টরীগুলোর মাঝে সংযোগ থাকবে। ফলে কোন কিছুই আর দূরের মনে হবে না। বুশ প্রশাসন এই পরিকল্পনাকে এতই পছন্দ করেছে যে 'হোয়াইট হাউজ' আল গোরের আইডিয়া চুরি করে গত বছরের শেষ দিকে কংগ্রেসে এটি বিল আকারে উত্থাপন করে পাস করে নিয়েছে।

তাই বলে গোরের পরিকল্পনা এবং কর্মউদ্যোগ থেমে থাকেনি। তিনি এখন লাইব্রেরীগুলোকে ডিজিটালাইজড করতে চান, শুধু তাই নয় একটি জাতীয় ভিত্তিক 'গবেষণা-শিক্ষা নেটওয়ার্ক' চালুর চিন্তাও তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানকেও তিনি উচ্চ প্রযুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে পৃথিবীময় সে প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। জনগণের ট্যাক্সে গড়ে তোলা সরকারী অর্থভাণ্ডারকে যুদ্ধ আর প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত না করে উচ্চ প্রযুক্তির বিকাশে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী সাইজের কোম্পানিগুলোকে সম্পৃক্ত করে জনগণের অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কাজে সরকারী উদ্যোগকে তিনি বড় করে তুলতে চাচ্ছেন। তার এই উদ্দেশ্যের প্রচার রাজনৈতিকভাবে ডেমোক্র্যাট দলকে সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। মার্কিন জনগণের নিকট আল গোরে 'সিনেটর সায়েন্স' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

এতো গেল ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় গেলে কি করবে সে কথা। এবার দেখা যাক ক্ষমতায় যাবার আগে নির্বাচনে জেতার জন্যে তারা তথ্য ও উচ্চ প্রযুক্তির কি ধরণের সুবিধা গ্রহণ করছেন।

২৫ জুলাই ছিল ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় সম্মেলন। ঐ সম্মেলনেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছিল বিল ক্লিনটন ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন। ঐ সম্মেলনে এনসিআর কোম্পানির তৈরী ৬০টি টাচ্ স্ক্রীন টারমিনাল ব্যবহার করা হয়েছে সম্মেলনে আগত সদস্যদের মতামত জানার সুবিধার্থে। এছাড়াও ক্লিনটনের ডেমোক্র্যাট দল যে সমস্ত উচ্চ প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে—

■ বিনে পয়সায় অর্থাৎ চার্জ না দিয়ে যত খুশী টেলিফোন করার সুবিধা সম্বলিত টেলিফোন লাইন স্থাপন। এর ফলে ভোটাররা যখন খুশী যতবার খুশী ফোন করে ক্লিনটনকে প্রশ্ন করতে পারছে, ক্লিনটনের বক্তব্য শুনতে পারছে, ফ্যাক্স সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ক্লিনটনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কপি সংগ্রহ করতে পারছে এবং তাদের প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণটিও জানাতে পারছে সম্পূর্ণ বিনা খরচে।

■ ডেমোক্র্যাটরা স্যাটেলাইট সুবিধা ক্রয় করেছে যার ফলে দেশের যে কোন প্রান্তে অবস্থিত সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব লাইফ ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

■ ফ্যাক্সের নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লিনটন এখন চাইলেই দশ মিনিটের মধ্যে ডেমোক্র্যাট দলের গুরুত্বপূর্ণ সব নেতার সাথে পরামর্শ সেরে দলের জন্যে প্রয়োজনীয় নতুন সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারেন।

■ কমপিউটার বুলেটিন বোর্ড ব্যবহারের দ্বারা ক্লিনটন বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামতকে সহজেই জানাতে পারে।

■ ক্যালিফোর্নিয়ায় ক্লিনটন চারটি দ্বিমুখী

ভিডিও ব্যবস্থা করেছে।

ক্লিনটনের এতসব আয়োজনের বিপরীতে জর্জ বুশের রিপাবলিকান দল কম কিছু করেনি। রিপাবলিকান দল তাদের জাতীয় সম্মেলনে ওয়ার্ড পারফেক্ট কোম্পানির ২৭টি বিভিন্ন রকমের ডাটা বেজ ব্যবহার করেছিল। এতে ব্যবহার করা হয়েছিল হিউলেট প্যাকার্ড ও কম্প্যাকের তৈরী ইউনিক্স ভিত্তিক এনসিআর 3V সিরিজের ১৮০টি ওয়ার্ক স্টেশন। এগুলো আবার নোভেলের নেটওয়ার্ক দ্বারা যুক্ত ছিল। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হবার যোগ্যতা অর্জনের পর উচ্চ প্রযুক্তির আরও যেসব সুবিধা তিনি নিচ্ছেন সেগুলো হলো—

■ প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের দলের হাতে রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক পলিটিক্যাল সফটওয়্যার। যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বুশ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অংগণের যাবতীয় পরিসংখ্যান এবং দেশের জনগণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারেন।

■ দেশের ভোটারদের প্রতিক্রিয়া ও মতামত চার্জবিহীন টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পৌঁছা মাত্র অত্যাধুনিক কমপিউটার সিস্টেম সেগুলো সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা রিপাবলিকান প্রচার কর্তাদের নিকট বিনিময় করছে।

■ হোয়াইট হাউজে স্থাপিত একটি বিশেষ ধরনের টেলিযোগাযোগের কারণে জর্জ বুশ ইচ্ছে করলেই মুহূর্তের মাঝে দেশের যে কোন অংশের টিভি স্টেশনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বতন্ত্র প্রার্থী রস পেরো বুশ ও ক্লিনটনকে টেক্কা মেরেছেন। এর প্রধান কারণ হিসাবে দুটো বিষয় চিহ্নিত করা যায়।

একঃ পেরো পেশাগত কারণে কমপিউটার ও উচ্চ প্রযুক্তিকে ভালবাসেন।

দুইঃ ক্লিনটন কিংবা বুশের মত তার নির্বাচনের নির্দিষ্ট কোন খাতওয়ারী বাজেট নেই। যেহেতু তার নির্বাচনী ব্যয়ের একটা বড় অংশ তিনি নিজে বহন করছেন।

এ কারণে দেখা যায় কোনো দলীয় ভিত্তি না থাকার পরেও তিনি একটা সময় পর্যন্ত জনমত জরীপে শীর্ষ অবস্থানে ছিলেন। জনগণের কাছে তার পৌঁছার রাস্তা ছিল একটিই তা হলো উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার। গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছার জন্যে তিনি স্যাটেলাইট ব্যবহার করছেন। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি দেশ জুড়ে কর্মী বাহিনী, স্বল্পমেয়াদী কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তুলেছেন। তার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে শাখাগুলোতে কমপিউটারের মাধ্যমে কাজের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। কর্মীরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে এবং রস পেরোর ভিডিও ক্যাসেট সরবরাহ করেছে। পেরো প্রতিটি রাজ্যের অফিসে ত্রিশ হাজার ডলার মূল্যের নির্বাচনী কাজে বাজারের সেরা এরিসটোটল কোম্পানির 'ক্যাম্পেইন ম্যানেজার টু' (Compaign Manager II) সফটওয়্যার সরবরাহ করেছে। এই সফটওয়্যারে নির্বাচনী আইন থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব তথ্য মজুদ আছে। ইতিমধ্যে রস পেরো তার নির্বাচনে বাংলাদেশী টাকায় প্রায় সত্তর কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।তিনি দেশের সব ভোটারের নাম, ঠিকানা ও তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তৈরী এরিস্টোটল কোম্পানির অপটিকাল ডিস্ক কিনে নিয়েছেন। এর ফলে একজন ভোটারের নিকট ভোট চাওয়াটা সহজ হয়েছে।

এছাড়াও তিনি আরো যেসব উচ্চ প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছেন সেগুলো হলো—

■ চার্জ বিহীন টেলিফোন লাইন স্থাপন।

■ টেলিভিশনের সময় কিনে ব্যাপকভাবে প্রচারনা চালানো।

■ নেটওয়ার্ক ও স্যাটেলাইটের ব্যবহার।

শেষ কথা

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একজন প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতা পারেন ভোটারের সাথে তার মতের বিনিময় ঘটাতে । পারেন ভোটারকে প্রভাবিত করতে। এভাবে প্রযুক্তি রাজনৈতিক নেতাকে সাহায্য করতে পারে, পারে তাকে সফলতার মুখ দেখাতে।

এমন সফলতা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দল, শাসকদল, সরকারদল ও রাষ্ট্র যখন অধীর হয়ে প্রস্তুতি শুরু করে তখনি কেবল নূতন তথ্যযুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় দেশ। বাংলাদেশের কাছেও এসেছে সেযুগের হাতছানি। কিন্তু আমরা কতটা প্রস্তুত?

এ প্রযুক্তি আয়ত্ব করে প্রয়োগ করতে না পারলে প্রযুক্তির চিরদাসত্বের অতলে তলিয়ে যাবে দেশ। সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার যুগে প্রবেশের আগে তথ্যপ্রযুক্তির আলোকিত ভুবন জয়ের জন্য একটিবার চেষ্টা আমরা করি না কেন? ✧

ANANTA JOTI

COMPOSE & LASER PRINTING

Available 24 Hours
Private Security Service.

Please Call 815445 / 814253

TOP OF THE TIME

ANANTA JOTI GROUP :
* M/S ANANTA JOTI (COMPUTER & GENERAL SUPPLIERS)
* M/S ANANTA JOTI MULTIMETALS (TV. ANTENNA & PLASTIC GOODS)
* M/S ANANTA JOTI SECURITY (PRIVATE SECURITY, GARDENER & LABOUR)

HEAD OFFICE : Baitush Sharaf Mosque
149/A, Airport Road
Dhaka - 1215, Bangladesh .

BRANCH OFFICE : Lion Shopping Centre
73, Airport Road (2nd Floor)
Dhaka.

CUSTOMIZED SOFTWARE

AT INCREDIBLE PRICE

Cross the line between ideas and reality.

Use customized, user friendly, Menu Driven Softwares.
Ready at hand :-

- Pay Roll (SOFTPAY)
- Order Management (SOFTOMS)
- Accounting (STLDGR)
- Store Management (SOFTSMS)
- Inventory & Production Management (IPMS)
- Sales & Production Planning (SPPS)

- We offer Computer Courses on popular packages & Programming languages.
- Special package for Manager's/Executives.
- Take our help to choose a complete system of Hardware & Software to meet your need.

Remember Computer & Customized Software costs very little compared to the benefit it provides.

CALL US NOW!
FOR FREE DEMO

SOFTEC SYSTEMS

17, Indira Road, Farmgate, Dhaka-1215.
Tel: 815220 Fax: 880-2-813468